শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
অসহযোগ আন্দোল ত্যাগ করে গেরিলা লড়াইয়ে আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)	পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাগী-লেনিনবাদী)	৯ মার্চ, ১৯৭১

নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে-মাও সেতুং

পূর্ব বাঙলার মুক্তির জন্য শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, হরতাল ধর্মঘট নয়

অস্ত্র হাতে লড়াই করুন
শত শত মানুষের হত্যার বদলা নিন
গ্রামে কৃষকদের গেরিলা লড়াই-এ সংগঠিত করুন

পূর্ব বাংলার মেহনতি গরীব ভাইসব,

গত কয়েক দিনে শাসকগোষ্ঠীর পুশিল-মিলিটারী পূর্ব বাংলার শত শত মেহনতি মানুষকে হত্যা করেছে। আরো হত্যা করার নতুন হুমকি দিয়েছে। অথচ, হত্যাকারীদের একটি চুলও খসেনি। অতীতেও তারা জনতার উপর হত্যালীলা চালিয়েছে। মরেছে, মার খেয়েছে শুধু গরীব জনসাধারণই। কিন্তু গরীব লোকের উপর শোষণ কমেনি, অত্যাচার কমেনি বরং বেড়েই চলেছে। শাসকগোষ্ঠীর হত্যালীলা ও শোষণের বিরুদ্ধে আজ যখন সারা পূর্ব বাঙলায় বিক্ষোভের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে, পূর্ব বাঙলার পূর্ণ মুক্তির জন্য মেহনতি মানুষ পাগল হয়ে উঠেছে, তখন তথাকথিত বাঙলার দরদি নেতারা অস্ত্রহাতে লড়াই শুরু করার আহবান না দিয়ে বিপ্লবী জনগণকে এত হত্যালীলার পরও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের নির্দেশ দিচ্ছে। এই ধোঁকাবাজ নেতারা গরীব জনতাকে আন্দোলনে নামিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে। মন্ত্রী হয়েছে, ধনী হয়েছে। যখনি জনতা অস্ত্র হাতে নিয়ে শোষক শ্রেণীকে খতম করার চেষ্টা করেছে, তখনি তারা শান্তির কথা বলে জনতাকে লড়াই থেকে সরিয়ে নিয়েছে। তারপর নিজেরা ক্ষমতার হালুয়া-রুটির ভাগাভাগি করেছে। ফলে, গরীব জনতা জান দিয়েছে, কিন্তু পায়নি কিছুই।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং পূর্ব বাংলার তথাকথিত দরদি বিশ্বাসঘাতক নেতাদের পরামর্শদাতা হলো কুখ্যাত নরপশু মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড। এই নরঘাতক শুয়োরের বাচ্চাটি চকান্ত করে ইন্দোনেশিয়ার লক্ষ লক্ষ নিরীহ গরীব মানুষকে হত্যা করেছে। গত কিছুদিন যাবৎ ঘন ঘন পূর্ব বাংলায় এসে এখানেও ব্যাপক হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। বিশ্বের মেহনতি মানুষের বড় দুশমন এই হিংস্র জানোয়ারদের সাথে যেসব তথাকথিত বাংলার দরদি নেতারা বৈঠক করে, ষড়যন্ত্র করে এবং লাঞ্ছিত-শোষিত মেহনতি মানুষকে শান্ত থাকতে উপদেশ দেয়, তারা গরীব কৃষক-শ্রমিকদের বন্ধু হতে পারে না। তারা শোষকগোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদের পা চাটা কুকুর। এই দালালদের চিনে নিন। এই শয়তানদের শান্তির আবেদনে ঝাঁটা মেরে হত্যার বদলা নেয়া শুরু করুন। অস্ত্র হাতে নিয়ে ছোট দলে (৪/৫ জন) বিভক্ত হয়ে অতর্কিতে দেশী-বিদেশী সকল শোষকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন। শহরের বস্তিতে বস্তিতে, পাড়ায় পাড়ায়, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গেরিলা লড়াই (গোপন যুদ্ধ) চালিয়ে অত্যাচারী জোতদারী মহাজন ও দালালদের খতম করুন। গণবাহিনী গড়ে তুলুন। গ্রামে গ্রামে গরীবের রাজত্ব কায়েম করুন।

পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর জাতীয় পরিষদ পূর্ব বাঙলার জনগণের স্বার্থবিরোধী। পূর্ব বাঙলার জাতীয় পরিষদ সদস্যরা এই কুখ্যাত পরিষদ থেকে পদত্যাগ করুন। পূর্ব বাঙলার মুক্তি সশস্ত্র সংগ্রামে শরীক হউন। জাতীয় পরিষদের যোগদানকারী সকলেই পূর্ব বাঙলার মানুষের কাছে জঘন্য বিশ্বাসঘাতক বলেই প্রমাণিত হবে।

শোষিত নির্যাতিত ভাইসব,- পূর্ব বাঙলাকে মুক্ত করতেই হবে। পূর্ব বাঙলার শ্রমিক-কৃষক রাজত্ব কায়েম করতেই হবে, এর জন্য গ্রামকে লড়াইয়ের ঘাঁটি করুন। জনগণের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলুন। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র ডাকে ও নেতৃত্বে ১৯৭০ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে গ্রামে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অত্যাচারী জোতদারী মহাজন ও দালাল খতমের মাধ্যমে এই গেরিলা লড়াই ৭টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই লড়াইকে সারা পূর্ব বাঙলায় ছড়িয়ে দিন। শোষকদের খতম করুন। শত্রুর হাতে থেকে অস্ত্র কেড়ে নিন। শাসকগোষ্ঠীর পুলিশ -মিলিটারী খতম করুন। পূর্ব বাঙলা মুক্ত করুন। জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা কায়েম করুন।

শোষক গোষ্ঠীর জাতীয় পরিষদ-ধ্বংস হউক
পূর্ব বাঙলার মুক্তি সংগ্রাম-জিন্দাবাদ
পুর্ব বাঙলার কৃষকদের সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ-জিন্দাবাদ
মার্কিনী দালালদের-খতম করুন
জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাঙলা-জিন্দাবাদ

ঢাকা জেলা শাখা
৯-৩-১৯৭১ইং

পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টি
(মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)।